সমকাল

তারিখ ..18 JUN 2015...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষায় বাজেট বাড়ান

আবদুল্লাহ নোমান

প্রস্তাবিত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ২ লাখ ৯৫ হাজার একশ' কোটি টাকার বিশাল বাজেটে শিক্ষা খাত যথার্থ গুরুত্ব পায়নি। এবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য ১৭ হাজার ১০৩ কোটি টাকা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য ১৪ হাজার ৫০২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যদিও শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাত মিলে বরাদ্দ দেখানো হয়েছে মোট বাজেটের ১১.৬ শতাংশ। কিন্তু কেবল শিক্ষার হারে এটি খুব সামান্য। এমনকি বিগত কয়েক বছরের তুলনায় তা অনেক কম। এমনিতেই আমরা জানি অন্য অনেক দেশের তুলনায় আমাদের শিক্ষায় কম বরাদ্দ রাখা হয়। এ নিয়ে প্রতিবছর বিশেষজ্ঞরা বলে এলেও সে অনুযায়ী বলা চলে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কিন্তু এর মধ্যেও এ বছরের বাজেটে যেটা হলো তা অত্যন্ত দুঃখজনক।

তবে স্বস্তির বিষয় হলো, শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। তিনি সম্প্রতি এক সেমিনারে সে কথা বলেছেন, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা খাতের জন্য বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয়। এ বাজেটে শিক্ষার লক্ষ্য পূরণ হবে না, বরাদ্দ আরও বাড়ানো দরকার। এমনকি শিক্ষা খাতে বরাদ্দ নিয়ে আরও অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। গত বছরের তুলনা করে অনেকেই বলছেন, গেল বছর শিক্ষা খাতে জাতীয় বাজেটের ১১ দশমিক ২ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এবার তা কমে দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ৭ শতাংশ। অন্যদিকে গেল বছর এই খাতে মোট জিডিপির ২ দশমিক ১৩ শতাংশ বরাদ্দ ছিল। কিন্তু এবার তা দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৮৪ শতাংশ। এভাবে বরাদ্দ কমিয়ে শিক্ষার তো নয়ই, জাতির উন্নয়নও সম্ভব নয়। তাছাড়া আরেকটি বিষয় হলো বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দ প্রয়োজন। তাই শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। বিশেষ করে বাজেট আলোচনায় বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আমাদের জাতীয় সংসদে আলোচনার দাবি করছি।

শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়